শব্দালংকার / যমক ৪

যমকের প্রাচীন উপবিভাগ

যমকের মূল কথা স্বরধ্বনিসমেত ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি এবং অর্থের বিভিন্নতা। সেটাই যমকের আসল লক্ষণ। বাক্যের বা পঙ্‌ক্তির কোন অবস্থানে যমক ঘটেছে, সেটা বড়ো কথা নয়।

সার্থক যমক

স্বরধ্বনিসমেত ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটলে যখন দুটি পৃথক শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়, তখন তাকে বলে সার্থক যমক।

'ঘন বনতলে এসো ঘননীলবসনা।'

প্রথম 'ঘন' অর্থ নিবিড়। দ্বিতীয় 'ঘন' অর্থ মেঘ (অর্থাৎ মেঘের মতো নীল বসন পরা নারী)।

'রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি'

প্রথম 'রক্ত' মানে শোণিত (blood)। দ্বিতীয় 'রক্ত' অর্থ লাল।

নিরর্থক যমক

যমকের ক্ষেত্রে যদি একটি শব্দের পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়. কিন্তু অন্য শব্দটি (স্বরধ্বনিসমেত ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছ) আসলে একটি গোটা শব্দের অংশমাত্র হওয়ায় তার কোনো অর্থ হয় না, তখন তাকে বলে নিরর্থক যমক।

'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।'

এখানে দ্বিতীয় 'বনে' মানে অরণ্যে। কিন্তু 'যৌবনে' শব্দের অংশ কেবল 'বনে'র কোনো অর্থ নেই।

'প্রবীণ প্রাচীন চীন।' প্রা—চীন অর্থহীন।